আমেরিকার গান্ধী

শেখর গুপ্ত

এখানে আর ক্ষণে ক্ষণে যোগসূত্র হারায় না। বরং যেন একটা নাড়ির টান অনুভবে আসে। নিগ্রোদের কথা বলছি। আমেরিকান নিগ্রো। তাদের সম্পর্কে যখনই কিছু লেখার উদ্যোগ নিয়েছি, ধরতাইটুকু শুরু হয়ে গেছে ক্রীতদাস প্রথা থেকে। বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে কালোদের সেই যে এক বঞ্চ লড়াই, হরেক কিসিমের আকচা-আকচি সম্বৎসর জুড়ে অদ্যপি — এদের সুতো ধরে টানতে টানতে নিজে তিরিশ বছরে পা দেবার আগেই 'দু'-'খানা পাঠকপ্রিয় বইও লিখে ফেলেছিলাম—'নির্যাতিত নিগ্রো' এবং 'সাদা শিকারী, কালো শিকার'। একটির প্রকাশক 'তুলি-কলম', অন্যটির 'জ্ঞানতীর্থের প্রাণপুরুষ কানাইলাল দাস বহু বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন ও তাঁর প্রকাশন সংস্থাও আজ অস্তিত্ব হারিয়েছে। 'তুলি - কলম' - এর কল্যাণব্রত দত্ত গুরুতর অসুস্থ এবং 'নির্যাতিত নিগ্রো'র একটি কপিও বাজারে লভ্য নয়। দু'-চারজন প্রকাশক ঘুরঘুর করেছেন। এখনও কাউকে বেছে নেই নি। তো ঘটনা হল, 'নির্যাতিত নিগ্রো' লিখতে গিয়ে এ যুগের দুই খুব বড় মাপের নিগ্রো ব্যক্তিত্বের আদ্যোপান্ত আমাকে জানতে হয়েছে। ব্ল্যাক মুসলিমদের একমেবাদ্বিতীয়ম্ নেতা এলিজা মহম্মদ, অন্যজন আমেরিকার গান্ধী মার্টিন লুথার কিং। এঁদের কথা লিখতে গিয়ে, বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিত্য-নতুন উপাদান পেয়েছি। অন্ততঃ লেখক হিসেবে কখনও একঘেয়েমিতে কাবু হয়ে পড়িনি।

বর্তমান নিবন্ধে সংক্ষেপেরও সংক্ষেপে মার্টি লুথার কিং সম্পর্কে কিছু লেখার চেষ্টা করব। তিনি এক উপমায় আমেরিকার গান্ধী। ইতিবাচক ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী মহৎপ্রাণ এই মানুটি বেঁচে থাকলে আজ বয়স হতো তিরাশি। যখন খুনীর গুলি তাঁর হৃৎপিন্ডের শব্দকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিচ্ছে তখন তিনি আত্মস্থ অবস্থায় থাকা এক তরুণ - বয়স যাঁর মাত্র ঊনচল্লিশ। স্বামী বিবেকানন্দও ওই ঊনচল্লিশ বছর বয়সেই মারা যান। বিবেকানন্দের মৃত্যুর মধ্যে একটু অপার্থিবতার রেশ ছিল। লুথারের মৃত্যুটা ভীষণ রকমের পার্থিব, অকথনীয় ঘৃণ্য অপরাধের দৃষ্টান্ত। নিরাপত্তায় সুব্যবস্থা ছিল না। সারাদিন ধরে একটার পর একটা জনসভা করে যাবার ধকল তাঁকে টানতে হচ্ছিল। তাঁর ঝুলিতে ঠাসা ছিল অলিখিত নানা নালিশ ও অভিযোগ। তিনি সেই দৃষ্টান্তগুলিকে তুলে এনে এনে ভাষণ দিতেন। দলবদ্ধভাবে গিয়ে দাঁড়াতেন প্রকাশকের সামনে।

অত কম বয়সেই লুথার কিং অনেক কিছু করেছেন। শত ইংরেজার ঘষলেও ইতিহাসের পাতা থেকে তাঁর নামটা মুছে ফেলা যাবে না। বিবর্ণ। বিবর্ণ করাটাও সাধ্যাতীত। বারাক ওবামা কালো মানুষ হয়েও আজ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন, তার জন্য তাঁর উচিত মার্টিন লুথার কিং-এর ছবিতে মাঝে - মধ্যে ধূপ - ধুনো দেওয়া। নচেৎ মার্কিন মুলুকে দক্ষিণী সাদাদের বরাবরের বার্ডস আই ভিউ — প্রশাসনে যেন কালোরা কুত্রাপি নাক না গলাতে পারে। অমন শপথকে উত্তুরে জনতাও বহু বছর উড়িয়ে দিতে পারেনি। মার্টিন লুথার কিং তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বে ও মেধায় এমনতর পরিস্থিতিকে অনেকটাই অন্যতর পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন বলেই আধুনিক আমেরিকায় কালো নিগ্রোদের হাড়ে বিলক্ষণ বাতাস লেগেছে। প্রায় চার দশক আগে ন্যুইয়র্কে পোস্টেট স্টেট ব্যাঙ্কের এক কর্মী আমাকে বর্ধমানের ব্রাঞ্চে ফোন করে বলেছিল ''গণতান্ত্রিক শোষণ ও অশান্তি এ দেশেও কম নয়। আমি এখানকার এয়ারপোর্টে আকছার নিগ্রো ট্যাক্সি চালকের দেখা পাই কিন্তু আজ অবধি কালো চামড়ার এমন একজন 'পাইলটকে দেখলাম না— যিনি যাত্রী সমেত উড়োজাহাজকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।'

প্রেসিডেন্টকে যারা মন্ত্রণা দেবেন, গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর সামলাবেন — এ রকম স্থানে কালো, হলুদ বা বাদামি রং দেখলে প্রভাবশালীরা বিলক্ষণ শিউরে উঠতেন। এখন পরিস্থিতিটা আমূল বদলেছে। আমেরিকার গান্ধী যে ব্যবস্থাকে প্রতিষ্টিত করতে, জন-জাগরণ করতে জান কবুল করেছিলেন, সেটা আজ প্রায় পূর্ণতা পেয়েছে। আমার এক স্নেহভাজন স্বজন ক্যান্সারের ওপর গবেষণারত গ্রিনকার্ডধারী তরুণ ডঃ বিপ্লব দাশগুপ্ত এই বিষয়ে আমাকে অবহিত করলেন। প্রেসিডেন্ট তো চালিত হবেন তাঁর একটি বা দুটি মন্ত্রণাসভা দ্বারাই। 'চালিত' না বলে অবশ্য 'প্রভাবিত' বলা উচিত। প্রাচীন ভারতে বাজারাও এই উপাযে প্রভাবিত হতেন। ঋগ্বেদে বলা আছেঃ

না সা সভা যত্র না ভাতি কশ্চিত্।
ন সা সভা যত্র বিভাতি চৈবঃ।
সভা তু সৈবাস্তি যথার্থরূপা পরস্পরঃ।
যত্র বিভান্তি সর্বে।

অর্থাৎ, সেই মন্ত্রণা সভার কোনও গুরুত্বই নেই, সেখানকার সদস্যরা মুক্ত ভাবনায় উদ্ভাসিত নন। মুক্ত ভাবনা তো তখনই সম্ভব, যখন সদস্যরা পরস্পরকে ভিন্ন ভিন্ন গঠনমূলক ভাবনায় আলোকিত করে থাকনে।

মার্টিন লুথার কিং-এর অহিংস আন্দোলন মার্কিন প্রশাসনে উক্ত মুক্ত ভাবনা আনয়নে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কিং-এর আন্দোলনের ধারাকে আনকোরা বলা যাবে না। তিনি এর শক্তি আহরণ করেছিলেন মহাত্মাগান্ধীর জীবন ও বাণী থেকে। অনেকবার তাঁর মুখ থেকে এই স্বীকৃতি বেরিয়েও এসেছে। তিনি বলতেন 'সেই সরকার গণতান্ত্রিকই নয়, যে সরকার মানুষের মেধা প্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে স্বীকৃতি দেয় না, সরকার স্তাবকের সুড়সুড়ি উপভোগ করে, যে সরকার যে কোনও অস্বস্তিকর ঘটনাকে কাকতালীয় বলে মনে করে, যে সরকারের আচরণ সবজান্তাসুলভ এবং যে সরকার সর্বপ্রকার প্রতিবাদ ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে মরিয়া।'

মার্টিন লুথার কিং-এর এই বিশ্লেষণ আমাদের দেশেও কত প্রাসঙ্গিক! এ একটা অমেয় মানবিক প্রাণশক্তি — যা শক্তি যোগাত তাঁর প্রতিটি আন্দোলনকে। বর্ণ বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে তাঁর অহিংস সংগ্রাম এক সময় এমন এটা উচ্চতায় পৌঁছে যায় যে ওই তাপে জর্জরিত জবরদস্ত মার্কিন প্রশাসনও গোঁত্তা খেয়ে নতজানু হয় প্রকৃত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কাছে।

আমেরিকার খ্যাতনামা নিগ্রোদের নিয়ে নানা মিথ কানে এসেছে। পল রবসন, ক্লেসিয়াস ক্লে, এলিজা মহম্মদ প্রমুখদের সম্পর্কে অসচরাচর ঘটনা ও উক্তির ন্যারোটিভ আলোচনা পাঁচমুখ পাঁচকান হাতে হাতে দুরন্ত বর্ণময় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তি মার্টিন লুথার কিং-এর ব্যক্তিগত চমক নেই। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা করেছেন, সংঘবদ্ধভাবে করেছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে অতি সাধারণভাবে মিশেছেন। বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনাবলীর মোকাবেলা যে-ভাবে করেছেন, সেই সাহসিকতার চরিত্র একেবারেই আলাদা। কিন্তু সার্বিকভাবে একটি সিম্ফনিক চেহারা নিয়েছে তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলন। দুটি প্রশ্ন তখন খুব প্রবল হয়ে উঠেছে। অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মধ্যেই — ধর্ম কী ও সত্য কী?

মানুষ হিসেবে নিগ্রোরা যে আমুদে হয়, এ কথা আমি অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনেছি। গান, নাচ আর চুটকি রসালো কথায় তাদের জুড়ি মেলা ভার। আজকের দুনিয়ায় ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার বহুমাত্রিক সাফল্য - গৌরব - এর পিছনে, বিশেষত খেলা - ধুলোয়, নিগ্রোরাই যে দেশের পতাকা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে, অর সাবুদ পেতে তন্ন তন্ন করে খোঁজার দরকার পড়ে না।

এটা হল ছবির সেই অংশ, যাকে আমরা রজত বলয়ের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ছবির অন্য অংশটি অন্ধকার ও দুর্গন্ধযুক্ত। অকপটে বলা যায়, আজও যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দারিদ্র্য অশিক্ষা ও অসামাজিকতার অন্ধকূপে নিমজ্জিত। ইত্যাকার আবহের বয়স কয়েক শতক এবং ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির প্রতিদিনই একটু একটু করে উন্নতি হচ্ছে। নিগ্রোদের সেই আন্দোলনকে আমরা তিনটি স্তরে ভাগ করতে পারিঃ

ক। অসংগঠিত, কিন্তু সহিংস আন্দোলন;

খ। মার্টিন লুথার কিং-এর অনুপ্রেরণায় সংগঠিত অহিংস আন্দোলন;

গ। এলিজা মহম্মদ নির্দেশিত পথে ব্ল্যাক মুসলিমদের যুথবন্ধ বেপরোয়া প্রতিবাদ। এখানে সার্বিক আলোচনায় যাচ্ছি না। ফোকাসটা কেবল মার্টিন লুর কিং-এর ওপর। আজকের দুনিয়ায় তাঁর নাম নিরন্তর উচ্চারিত হয় না, আপামর মানুষের স্মৃতিতেও হয়তো তিনি নেই কিন্তু তিনি অবশ্যই মানুষের ইতিহাসে স্মরণীয় ও শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবার হকদার। নিগ্রো পরিবারে জন্ম ঠিকই, কিন্তু এমন পরিবার নয় যে ভাঁড়ে মা ভবানী। বাবা সিনিয়র কিং একজন মান্য যাজক। পাণ্ডিত্য আছে বাইবেল ও বিজ্ঞান দুটোতেই। কথা বলতে পারেন সুমিষ্ট স্বরে গুছিয়ে। সকলের জন্য তিনি যখন প্রভুর নিকট ঐশ কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করতেন, শিশু লুথারের অন্তরে তা অনুরণন তুলত। অন্য যাঁরা উপস্থিত তাঁরাও মুগ্ধ ও প্রভাবিত। মোমবাতির ফ্যাকাশে আলোর সামনে বাবার সেই মূর্তি চিরকাল স্বরণে ছিল মার্টিনের।

কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মান্যতা যাঁরা দেবেন, সেই শ্বেতাঙ্গদের নজরে সিনিয়র কিং একজন অতি সাধারণ নিম্নবর্গীয় পুরুষ, যেহেতু তার গায়ের রং কালো। দক্ষিণে পরিষ্কার বিভাজন — সাদা ও কালো। সাদারা প্রশাসনের হৃৎপিণ্ডে। কাজেই কালোদের দীর্ঘকাঙ্খিত সম অধিকার কুত্রাপি অর্জিত হতে পারবে না।

কিং পরিবারেরও প্রশাসনিক ও সামাজিক ভিন্নতা পদে পদে। ন্যূনতম সুবিচারও ত্বরিত গতিতে আসে না। থাকতে হয় নিগ্রোদের জন্য নির্দিষ্ট মহল্লায়। আর্থিক সামর্থ্য থাকুক না থাকুক, অভিজাত এলাকায় তারা বসতি নির্মাণের অধিকারী নন। স্বতঃসিদ্ধভাবেই যে নিগ্রোরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, তাদের পল্লী 'ঘোটো' নামে পরিচিত। পরিবেশ - পরিস্থিতিতে ঘেটোগুলি আমাদের দেশের বস্তির সঙ্গে তুলনীয়। নানান কারণে নিজেদের মধ্যে মহা বচসা, মহা হট্টগোল। ওদের জীবনযাত্রা নিয়ে শ্বেতাঙ্গরা কিন্তু কদাপি নিস্পৃহ নয়। একটা ছুতো পেলেই কালো চামড়াদের আদ্যশ্রাদ্ধ করে ছাড়ে। এমনকী গির্জার চাতালে বসেও নিগ্রোদের সম্পর্কে নিজেদের অশ্রদ্ধা প্রকাশে তারা সমান সক্রিয়। যেন আমেরিকায় কালো চামড়ার লোকেরা আছে বলেই হরেক যন্ত্রণা তাদের ভেতরটা কুরে-কুরে খায়। তারা তাই প্রভাবিত করে প্রশাসনকে। নিত্য জারি হয় রকমারি কালা কানুন কালা আদমিদের জন্য। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নিগ্রোকে সর্বক্ষণ পকেটে রাখতে হয় সরকারের দেওয়া পরিচয়পত্র। অন্যথায় পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হবার সম্ভাবনা চৌদ্দ আনা। সিনিয়র কিং-এর ন্যায় সুপরিচিত যাজকও সিঁটিয়ে থাকেন। পান থেকে চুন খসলেই শ্বেতচর্মের বিষাক্ত ফুটকাটা।

লুথার কিং তাঁর পিতা-মাতার মধ্যম সন্তান। বড় বোন ক্রিস ও ছোট ভাই এডির পিঠোপিঠি। কিং যখন জন্মেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোরা তখন স্পষ্টত দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। স্বপ্নেও জাগরণে নিগ্রোদের দাবি, সমমর্যাদা, কিন্তু কোন্ পন্থায় তা অর্জিত হতে পারে, তার দিশা দিতে এ নেতা, ও নেতা হন্যে হয়ে কাটাকুটি খেলেছেন। নিগ্রোদের জীবনযাত্রা, আচার - আচরণ নিয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায় শ্বেতপ্রভুর। আবার এমন শ্বেতাঙ্গিনী আছে ভুরি ভুরি, যারা চায় অটুট স্বাস্থ্য নিগ্রো পুরুষ গোপনে তাদের শরীর চেটে দিয়ে যাক, করুক না সিডিউসের কিঞ্চিৎ রঙ্গময় ভনিতা। সত্যিকারের নেতার অভাবে নিগ্রোদের মধ্যে তখন স্বপ্ন ও বাস্তবতার টানাপোড়েন। নিয়ম ভাঙার সাধ প্রতিনিয়ত বুকের ভেতর থাবা চাটতে থাকায় কিছু কালো পুরুষ এক ঝটকায় লাফিয়ে পড়ে এখানে - ওখানে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় এবং সেই হঠাৎ হঠাৎ চলকে -ওঠে আগুনেই নিজেদের পুড়িয়ে খাক করে দেয়। যত কয়েদখানা আছে, সব যেন নিগ্রোদের মোকাবিলা করবার জন্য, সংশোধন করবার জন্য। বহু নিগ্রোর সন্তর্পণ অভিমান ঈশ্বরপুত্রের প্রতিই — তিনিই হয়তো চান, এইভাবেই কালো মানুষগুলি জানোয়ার হয়ে থাক। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিগ্রো কর্মীদের পদোন্নতি সহজে হয় না। বড় সাহেবদের ককটেল ডিনারে নিগ্রোদের উপস্থিতি একেবারে অসচরাচর ঘটনা। যথেষ্ট ভালো কাজ করলেও কৃতি কালো মানুষের প্রতি মিডিয়া অ্যাটেনশন কদাচিৎ।

ফলে দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে নিগ্রোদের ক্ষোভ জমাট। তাঁদের প্রতীক্ষা - কবে একজন ব্যতিক্রমী নেতা এসে যাবেন তাঁদের আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিতে।

আমেরিকার নাগরিক তাঁরা। কিন্তু অধিকার নেই নিজেদের পছন্দ মতন জায়গায় প্লট কিনে বাসস্থান গড়বার। অভিজাত এলাকায় ঢুকতে গেলে দ্বাররক্ষীর হাজারো প্রশ্নবাণ। পদে পদে কুঁকড়ে যেতে হয়। বুরবক বানাতে রকমারি ফাঁদ।

কাকে পাকড়াও করলে সমস্যার সুরাহা হতে পারে, নিগৃহীত নিগ্রোরা তা জানে না। এক কথায় মার্টিন লুথারের নেতা হয়ে ওঠার আগে অবধি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গের বিচারে কৃষ্ণাঙ্গরা চিরন্তন ক্রীতদাস। আব্রাহাম লিঙ্কন যা করতে চেয়েছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রে তা বহুযুগ ধরে জমাটই বাঁধেনি। কয়েক দশক আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল যে একজন বুদ্ধিমান কর্মঠ নিগ্রো দক্ষিণে বড়জোর একটি পাঁউরুটি কারখানার মালিক হতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাতে কোনও মতে কর্পোরেট সেক্টরে ঢুকে ছড়ি ঘোরাতে না পারেন — তার ব্যবস্থা সাদা চামড়ার লোকেরা করবেই করবে। আব্রাহাম লিঙ্কন, জন কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং — এই সমস্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রকে খুন করা হল। তারপর বজ্রগর্ভ বহু মেঘস্তরের ত্বরায় পলায়ন এক দিগন্ত থেকে ভিন্ন দিগন্তে। পরিশেষে বারাক ওবামার মতন কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রপতির আসনে বরণ করে নেওয়া সম্ভব হল। তথাপি যে সমস্ত টুকরো টুকরো ছবি গোচরে আসে, তা থেকে বুঝতে পারি দক্ষিণের অজস্র শ্বেতাঙ্গ চায়, সময় পিছিয়ে গিয়ে পুরনো বৃত্তে স্থির হয়ে থাকুক। লম্বা মাপের দৌড়ে কালো, বাদামি ও পীতদের অগ্রগমন তাঁদের কাছে অদ্যপি অনভিপ্রেত। তাঁদের পারমিসিভ সোসাইটির ব্যভিচারে কোনও কৃষ্ণকায় ব্যক্তির অনুপ্রবেশ বড়ই পীড়াদায়ক। ওরা নিজেদের সমাজে, নিজেদের পল্লীতেই স্ব - স্ব শান্তি - কল্যাণ খুঁজে নিক।

দমসম পরিস্থিতি পরিবেশের মধ্যে লুথারের বাল্যকাল অতিবাহিত, যতই থাকুক না কেন তাঁর বাবার সুপরিচিতি। বাবার চোখে কোনও দিন তীক্ষ্ণ ছুরির মত দৃষ্টিকে দেখেননি মার্টিন। চোখজোড়ায় বড় মায়া। আর মা? মার্টিন তাঁকে কোনও দিন পাউডার পমেটম নিয়ে বিভোর অবস্থায় দেখেন নি। কিন্তু ক্ষোভ ও বেদনার নিশিডাক দু'জনেই শুনতে পেতেন।

মার্টিনের কাছে বাবা একজন আদর্শ ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত শিক্ষক। তাঁর মুখ থেকে বাইবেলের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনতে অবগাহন করতেন মানবিকতার গহীন সাগরে। একটা কথা এখানে বলে রাখা উচিত — জাতি হিসেবে নিগ্রোরা কিন্তু কদাপি ঘুমন্ত নয়। জীবনযাপনের প্রতিটি অনুচ্ছেদে তাদের আত্মসচেতনা। শ্বেতাঙ্গদের অবজ্ঞা ও পীড়ন তাদের বারুদ সংগ্রহে প্ররোচিত করে। বিস্ফোরনের জন্য দরকার ছিল কেবল বিবেচক নেতৃত্বের যাদুমায়া।

অন্যান্য দিনের মতন সেদিনও বাবার হাত ধরে বালক মার্টিন হাঁটছিল ফুটপাত ধরে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। বড়দিনের আবেগ তাড়িত আবহ। অলীক সুখের প্রত্যাশা অধিকাংশ মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত। মন অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী দুই -ই। প্রিয়জনকে দেখতে পেলেই এক-এক জন উটপাখির গতিতে ছুটে যায় আলিঙ্গন করতে। কিন্তু এই সময়েও কালো বিষয়ে সাদাদের সেই ছুঁচিবাই সম্পূর্ণ বেআব্রু। প্রহরে প্রহরে ঘন্টা বেজেই চলেছে — কালোদের কোনও বেয়াদপি দেখলেই যেন একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়।

এক শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সার্জেন্ট কোত্থেকে ছুটে এসে তাঁদের সামনে দাঁড়ান। নজর তাঁর লুথারের দিকে, 'এই যে ছোকরা, তোর পরিচয়পত্রটা দেখা।' উত্তর দিলেন সিনিয়র কিং, 'ও এখনও নাবালক। পরিচয়পত্র বহন করবার বয়স হয়নি। আপনি বরং আমারটা দেখুন। আমি ওর বাবা।' তবুও তদের স্থানীয় থানায় নিয়ে যাওয়া হল। থানার ইনচার্জ যেন এক প্রত্নময় পুতুল। অকারণে তাঁর মুখ দিয়ে কালো মানুষদের সম্পর্কে অনেক রকম কটুকাটব্য বেরিয়ে এল।

এ রকম দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লুথারের জীবনে বহুবার বহুভাবে হয়েছে। তিনি দেখেছেন, শ্বেতাঙ্গদের উপেক্ষার জন্যই তাঁর বাবা উপযুক্ত সম্মান পেলেন না। সময় সময় স্থানুর মতন বসে থাকা মানুষটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করেছেন।

ওই কন্টকময় সময় গড়ে দিয়েছিল লুথারের নেতা হয়ে ওঠার মঞ্চকে। ফাঁকফোকর দিয়ে এসে পড়া ঘটনাগুলি বিদ্ধ হতে থাকে তাঁর মস্তিষ্কের কোষে। অনেক সময় তিনি সরেজমিনে দেখেও এসেছেন ঘটনাটা কতদূর সত্যি। কোথাও কোথাও বাধ্যতায় নিজে জড়িয়ে পড়েছেন। যেমন একবার ঘটেছিল তাঁর কিশোর বয়সে। ওই সময় তাঁকে কদর্য যৌন নির্যাতনের পথে নিয়ে আসতে চেয়েছিল এক শ্বেতাঙ্গ তরুণী। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের কিশোর লুথার রাজি হয় নি, রেয়াতও করেনি। ফলে ব্যাপারটা যে দিকে গড়ায়, মার্টিন তা আগে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি। তরুণী চিৎকার করে পাঁচজনকে জানায়, লুথার এক ছন্নমতি নিগ্রো কিশোর এবং সে নাকি তার স্তনে হাত দেবার চেষ্টা করেচিল। সেদিন লুথারকে গণপ্রহার সহ্য করতে হয়েছিল।

নানাভাবে অপমানিত হয়েও মার্টিন লুথার কিং নিজের স্বাতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক এক সময় হিংস্রতা তাঁর বুকেও হামাগুড়ি দিতে চেয়েছে। কিন্তু তিনি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ থেকে বেরিয়ে আসেন নি। আমেরিকার জনমানসে তাঁর মহা-উত্থানের নেপথ্যে ছিল গান্ধীজীর অহিংস সংগ্রামের সাফল্য। মহাত্মা গান্ধীর মতন তিনি মৃত্যুর পূর্বক্ষণ অবধি অহিংসাকেই শ্রেষ্ঠ আয়ুধ রূপে ব্যবহার করে গেছেন। তাঁর বাবার শিক্ষাও তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ওই পন্থাকে জাতির কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করতে। তিনি বলতেন, 'রাষ্ট্রশক্তিকে বন্দুকের নল দেখিয়ে দমন করবার দিন দেড় যুগ আগে শেষ হয়ে গেছে। রাষ্ট্র বন্দুককে ভয় পায় না। ভয় পায় জন সাধারণের অসহযোগিতাকে। আমাদের একতা নিয়ে যদি প্রশাসনে কোনও সন্দেহ বা জল্পনা না থাকে, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা একদিন তাবৎ অন্যায্যকে দুর করতে সমর্থ হব।' বাগ্মী লুথারের প্রতিটি শব্দে থাকত জাদুর স্পর্শ। অভিধান ঘেঁটে তিনি একটি বিশেষ শব্দকে তুলে নিলেন — প্রেজুডিস্।

নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে ওই শব্দের সঠিক মর্মার্থ উদ্ধার করেছিলেন কিং। প্রেজুডিসের পিছনে রয়েছে দুটি ল্যাটিন শব্দ — 'প্রে' এবং 'জুডিসিয়াম'। 'প্রো' কথার অর্থ 'পূর্ব' এবং 'জুডিসিয়াম' শব্দের মানে 'সিদ্ধান্ত' বা 'বিচার'। সামগ্রিকভাবে দুটি শব্দ মিলে যে মানে দাঁড়ায় তা হল — বিবেচনার মধ্যে না গিয়েই আগ বাড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

কিং বললেন, 'এটাই হল ঘটনা যে, যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় প্রেজুডিসে আক্রান্ত ফলে ওদের গণতান্ত্রিক বোধটাও প্রকৃত অর্থে পরিণত হয় নি বহু যুগের পুরনো শূণ্যগর্ভ ঘৃণা ও অহমিকায় আচ্ছন্ন থাকায় যে দেশে দ্বিতীয় বা

তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকরাও অবস্থান করেছেন ও তাঁদের বিচিত্র সমস্ত রীতি ও কানুনের যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়া হচ্ছে, সেই দেশের গণতন্ত্র তা থাই অ্যাবসেসে পঙ্গু ব্যক্তির সঙ্গে তুলনীয়। আমি এই অসুস্থ গণতন্ত্রকে সুস্থ ও সবল করে তোলার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করছি।'

কিং এই অবিস্মরণীয় কথাগুলি বলেছিলেন মন্টগোমারিতে দাঁড়িয়ে। মন্টগোমারি হল সেই জায়গা, যেখানে তখন ছিল কালোমানুষদের অপরিসীম দুঃখ ও লাঞ্ছনা। অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গরা তথায় কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি সবাই আগ্রাসী। পদে পদে নিগ্রোদের হেনস্থা, নির্বিঘ্নে ঘর গেরস্থালি করাটা কষ্টকর। প্রতিবাদ করতে গেলেই ক্ষেপে ষণ্ডের মতন গুঁতোতে আসে খোদ প্রশাসন। মন্টগোমারিতে কোনও বাসে উঠে বসলে যে কোনও নিগ্রো আরোহীকে নির্ঘাৎ হজম করতে হত শ্বেতাঙ্গ যাত্রীদের থেকে ছুটে আসা নানা রকম কটুক্তি, টিকা-টিপ্পনি। এইগুলিই ছিল সাদাদের কাছে উপভোগ্যতার অন্যতম উপাদান। নিম্ন আয়েব নিগ্রোরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়বে। মধ্যবিত্ত নিগ্রোদের তো মুখে কুলুপ। সরকারি বে-সরকারি অফিসগুলিতে সেই একই কালচার- যাকে শুদ্ধ করা বা প্রত্যাহার করার কথা সরকার একেবারেই ভাবে না। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরিতে নিগ্রোদের পদোন্নতি একটি বিরল দৃষ্টান্ত। কর্পোরেট দুনিয়ায় একজন উপযুক্ত নিগ্রোর আবাহন — মোটামুটি অকল্পনীয়। এককথায় এমন কোনও ক্ষেত্রে নজরে আসে না, যেখানে সাদা-কালোর বিভাজন ব্যাপক নয়।

সেই মন্টগোমারিতে মার্টিন লুথার কিং কালো মানুষদের সংগঠিত করলেন। এই কাজে তাঁকে অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঝুঁকি ছিল ষোল আনা। তিনি অনেক আগেই খুন হয়ে যেতে পারতেন। তাঁর অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, ছোট ছোট যুক্তিসিদ্ধ ভাষণ মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে। অধিকাংশ কথা তাঁর স্পষ্ট ও মেদহীন। বলবার সময় যেন ঈশ্বরপুত্রর ডিভাইন লাইট এসে পড়ে তাঁর ওপর।

'এটা আমার আর্জি নয়। আপনাদের সঙ্গে আমাকেও সপরিবারে বাঁচতে হবে। তাই আমেচারিশের মতন একদিন মিছিলে হাঁটলাম, শির ফুলিয়ে স্লোগান দিলাম — এসবে কিস্যু হবে না। অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতে হবে বেঁচে থাকবার জন্য কালো মানুষদের মধ্যে নিখাদ সংহতি চাই। আমাদের যে প্রতিরোধ সেখানে সহিংস প্রত্যাঘাত নেই। হিংসা থাকলে একসময় তার অভিমুখ বদলে যায়। তখন গণতন্ত্রের মূল শক্তিটাই বুজরুকি হয়ে যায়। আমাদের শক্তি অন্তরের শক্তি। আমরা অপরাধীর দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব না পুরস্কারের দ্বারা সাময়িক মাতোয়ারা হবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও। নিগ্রোদের পারস্পরিক দায়বদ্ধতা হবে এমন যে একজন নিগ্রো আর একজন নিগ্রোর কাছে লাইফবোটের তুল্য সহায়ক হয়ে উঠবে।'

কিং-এর ডাক — 'অতঃপর আপনারা বাস বয়কট শুরু করে দিন। হিসেব করে দেখা গেছে, দক্ষিণে বাসযাত্রীদের সিংহভাগ কালো আদমি। অধিকাংশ সাদারা গাড়ি ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং এই বয়কট কোম্পানিগুলির টাকার থলিকে হালকা করতে থাকবে।

জানি, এর জন্য আপনাদের কষ্ট ও মেহনতের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। মাইলের পর মাইল আপনাদের হয়তো হাঁটতে হবে। সাইকিলিং করতে হবে। তবুও জানবেন নিজেদের অধিকার আদায়ে একটা মহৎ পন্থাগুলির একটি।'

লুথার কিং দ্বারা সংগঠিত 'বাস বয়কট' আন্দোলন বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করৈ নিগ্রোদের মধ্যে। তারা যত দূরেই যাবার কথা থাক না কেন, পায়ে হেঁটে চলতে থাকে। অনেকে আবার সাইকেলে। প্রথমে সাদা চামড়ার লোকদের ছিল অবজ্ঞামিশ্রিত কৌতূহলী দৃষ্টি। পরে তা অস্বস্তি ও ভীতির রূপ নেয়।

সেই সময় একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছেন এক নিগ্রো বৃদ্ধা। নাম মিসেস রোজা পার্কস। পেশায় দর্জি। লুথারের কথায় মন্ত্রমুগ্ধ হলেও তাঁর এমন শারীরিক সামর্থ্য ছিল না যে পায়ে হেঁটে বাজার থেকে অর্ডার নিয়ে আসেন। সেদিন আরও কয়েকজন অশ্বেতকায়া বৃদ্ধাকে নিয়ে একটি বাসে উঠে পড়লেন। এঁরাও সকলে একই পেশার। বাসে উঠে তাঁরা সকলে 'সাদাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে' বসে পড়লেন যেন সমর্থনযোগ্য স্বাধিকারে। একেবারে অসচরাচর অপ্রত্যাশিত ঘটনা। তথাকথিত বিধিলঙ্ঘনের ঘটনাও বটে। সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে এলেন বাসকোম্পানির নিজস্ব রক্ষী, 'তোমাদের খুব বড়াই তো! হুট করে এসে শ্বেতাঙ্গদের সিটে বসে পড়লে। আইন লঙ্গন করেছ। এখুনি সিট ছেড়ে চলে যাও বাসের পিছনের দিকে কালো আদমিদের জন্য রাখা আসনে বসবার জন্য।'

বাসের শ্বেতাঙ্গযাত্রীরা যৎপরোনাস্তি কুপিত। তাঁরা সকলে নিজেদের মধ্যে আত্মিক সাহচর্য উপভোগ করেন। তাই একইসঙ্গে তাঁরাও তেড়ে ফুঁড়ে ওঠেন। মিসেস পার্কসের সহযাত্রীরা উঠে দাঁড়ান আক্রান্ত হবার ভয়ে। মিসেস পার্কস কিন্তু গ্যাঁট হয়ে বসে আছেন নিজের সিটে। কণ্ডাক্টার তাঁর সমানে এসে দাঁড়ালে অকম্পিত স্বরে বললেন, 'আমি তো সাদা চামড়ার যাত্রীদের চাইতে কম পয়সা দিয়ে টিকিট কাটিনি। সুতরাং আমি কেন আমার পছন্দ মত সিটে বসতে পারব না?' কণ্ডাক্টার লতখনই বাস থামিয়ে মিসেস পার্কসের শীর্ণ পালকের মত ন দেহটাকে টেনে নামালেন বাস থেকে। তুলে দিলেন এক পুলিশ সার্জেন্টের হাতে। সার্জেন্ট যখন তাঁকে স্থানীয় এক বহুতলের মগডালে অবস্থিত থানায় নিয়ে যাচ্ছেন, দেখা গেল মিসেস পার্কসের সহযাত্রীরা সমেত আর বহু নিগ্রো তাদের অনুসরণ করছেন। এ রকম দৃশ্য এর আগে কখনও দেখা যায়নি। পুলিসের আনুষ্ঠানিক তৎপরতাও শুরু হয়ে যায়। খবর পৌঁছে গেল লুথার কিং-এর কাছে। কিং সেই মুহূর্তে অহিংস আন্দোলনের ডাক দিলেন বাস কোম্পানিগুলির বিরুদ্ধে ও মিসেস পার্কসের মুক্তির দাবিতে। চারিদিক থেকে পিল পিল করে ছুটে আসে প্রতিবাদী নিগ্রোরা। নানান গলিঘুঁজি থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য কালো মুখ। প্রশাসকের শেন্যদৃষ্টি। অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। তবুও দেখা গেল কয়েকশ'নিগ্রো পুরুষ নারী ভাবলেশহীন মুখে ধর্নায় বসে গেছেন কর্পোরেট বাস কোম্পানির মূল গেটে। জমায়েতটা ক্রমশ বড় হচ্ছে। এ এক অজানা জাতের জমায়েত, যাকে অন্তর্ঘাত ছাড়া ভাঙা যায় না। সাদাদের বিচলনভাব বাড়তে থাকে। বিকেলের পর আকাশে সূর্যাস্তের রং না ফোটা অবধি তাঁরা ওইভাবে বসে রইলেন। অনেকগুলি কালো মুখ — যাদের অভিব্যক্তিতে ক্রমশ নামছে অন্যমনস্কতাও।

ইতিমধ্যে 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর দা কালারড পিপল' -এর প্রেসিডেন্ট মিঃ ইউ. ডি. নিক্সন ছুটেছেন আদালতের দিকে মিসেস পার্কসকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে। গিয়ে উৎফুল্ল হলেন এই দেখে যে, বেশ কিছুক্ষণ আগেই সদলবলে সেকানে মার্টিন লুথার কিং পৌঁছে গেছেন ও জামিনে মুক্তও করেছেন মিসেস পার্কসকে। দেখতে দেখতে একটা জনসভার রূপ নেয় আদালতের সম্মুখভাগ। মিসেস পার্কস ও নিক্সনকে পাশে নিয়ে জনবেষ্টিত কিং বললেন, 'শ্বেতাঙ্গদের শূন্যগর্ভ অহমিকা ক্রমশ যাতে অদ্ভুত আত্মকৌতুকে পরিণত হয়, তার সূচনা হল এই সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে। আমাদের তুলনামূলক বিচার বাড়বে। বাড়তেই থাকবে। যেখানেই দেখব, সাদা-কালোর কুৎসিত বিভাজন, বিচারের নামে অবিচার, সেখানেই আমাদের অহিংস আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে মনস্থ করছি। নিগ্রোদের যারা চণ্ডমেজাজী, ফেরেববাজ, সমাজবিরোধী বলে আখ্যা দেয়, তারাই দেখবে আমাদের ন্যায়বোধ, নীতিবোধ, গণতন্ত্রের প্রতি নিষ্ঠা কত প্রবল শক্তিতে শক্তিমান। অনেক বিপজ্জনক আক্রমণ আসবে — প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ — কিন্তু প্ররোচিত হবেন না।'

সেই দিনই সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রধান চার্চের লাগোয়া ময়দানে মস্ত প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হল। ডিসেম্বর মাস। হিমেল বাতাসের ঝাপটা ক্রমেই তীব্র ও হিংস্র। তথাপি যেন দৈবাজ্ঞায় অনুপ্রাণিত নিগ্রো নারী-পুরুষ কাতারে কাতারে আসতেই থাকে ওই সভায় সামিল হতে। স্থানাভাবে বহু মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন। সেদিন সেখানে মার্টিন লুথার কিং যে দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে তা এক সন্ধিক্ষণ রচনার সদর্থক প্রয়াস। সমবেত কালো মানুষগুলি চেতন - অবচেতনের ধোঁয়াশা কাটিয়ে বিশেষ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন তাঁদের নেতার এই কথাগুলি শুনে' ...আপনারা একজনও নিজেকে মামুলি ভাববেন না। মনে রাখবেন, অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে প্রশাসন এখন আপনাদের প্রত্যেককেই ভয় পায়। এই ভীতি যত বাড়বে, চৌকি দানের প্রবণতা প্রশাসনের তত বাড়বে। ততই হুঙ্কার ছাড়বে, ভয় দেখাবে, অত্যাচার করবে। এইগুলি যত বাড়বে, ততই যেন গাঢ় হয়ে ওঠে আপনাদের একতা। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হিম্মত হবে না এই বহ্নিকে নির্বাপিত করবার। সাদা চামড়ার অহমিকা ও অভিরুচির অভিমুখ এবার বদলাবেই। শতাব্দীর - লাঞ্ছিত অবিচারের অবসান ঘটবে এবং কেবল তখনই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ...' দক্ষিণ যুক্তরাষ্ট্রে বাস বয়কট আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। সস্ত্রীক গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে পরিস্থিতিকে জরিপ করেছেন কিং। তিনি খুশি — প্রবল প্ররোচনা সত্ত্বেও কোথাও আন্দোলন হিংস্ররূপ পরিগ্রহ করে নি। স্ত্রী করোটাকে বললেন, 'আমাকে আরও বৃহৎ আন্দোলনের ডাক দিতে হবে। এটা হল নিদানকাল — যখন একটার পর একটা নিজের হক অধিকারকে বুঝে নিতে হবে। আদায় করতে হবে। তুমি যদি এই সময় সামনের সারিতে আমার পাশে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের অভিঘাতগুলির জবাব দিতে সাহায্য করো, এ আন্দোলন সাফল্যের সিংহদুয়ারের সামনে আরও দ্রুততার সঙ্গে উপস্থিত হতে পারবে।

কিং-এর প্রতিটি কথা অর্থবহ। প্রখর শকবোধের দরকার অনুসরণ করতে গেলে। করোটা স্বামীর দায়িত্ব অনেকটাই নিজের কাঁধে তুলে নিলেন অতঃপর। তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে উল্লেখযোগ্য সংকটে টিকোলা নাশা শ্বেতাঙ্গিনীও কালোদের অধিকার আদায়ের পক্ষে সমর্থনের হাত তুললেন। কিং-এর সংস্পর্শে যিনিই এসেছেন, তাঁর মনের ক্যালিগ্রাফিতে অনুরণন উঠতে বাধ্য।

বাস কোম্পানিগুলির কাছে লুথারের দাবি ছিল তিনটিঃ

১। বাসকর্মীরা যেন সকল যাত্রীদের সঙ্গেই সমব্যবহার করেন। নেত্রপল্লব তুলে যেন গাত্রবর্ণের তারতম্য খুঁজতে না যান।

২। বাসের আসনগুলিতে সাদা - কালোর বিভাজন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা তুলে নিতে হবে।

৩। যোগ্যতা অনুযায়ী নিগ্রোদেরও বাস কোম্পানিগুলিতে চাকরি দিতে হবে। গাত্রবর্ণ নিয়ে ওজর - আপত্তি তোলাটা দণ্ডনীয় অপরাধ রূপে চিহ্নিত হোক।

লুথারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তখন আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম। অজস্র মানুষ গ্রেপ্তার বরণ করতে থাকেন। লক্ষাধিক নিগ্রোর এক বিশাল মিছিল চলল সেই কারাগারের দিকে — যেখানে লুথারকে কয়েদ করে রাখা হয়েছে। উৎকণ্ঠার স্তর কয়েক মাত্রা বেড়ে গেল খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্টের। আগুয়ান শ্লোগানমুখর জনসমুদ্রের আছাড়ি - পিছাড়ি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন জেলার সাবেব। চারিদিকে খবর গেল। বিচার বিভাগের সঙ্গে জরুরি বৈঠক হল। অবিলম্বে নিঃশর্তে মুক্ত হলেন কিং। পরের দিনই বৈঠক হল তিন পক্ষের মধ্যে—

(ক) সরকরি প্রতিনিধি। (খ) বাস কোম্পানিগুলির প্রতিনিধি এবং (গ) মার্টিন লুথার কিং। বৈঠকে কিং-এর যাবতীয় দামি মেনে নেওয়া হল।

মার্কিন ভূখণ্ডের নিগ্রো সমাজ আরও অনেক অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের ত্রাণকর্তাকে খুঁজে পেলেন। লুথার বললেন, 'যতদিন এই দেশ থেকে সাদা-কালোর ভেদরেখা সম্পূর্ণববে মুছে না যাচ্ছে, কেউ আমাকে থামাতে পারবে না।' কিং-এর কীর্তি, সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বময়। আর ঠিক তখনই এল সেই অভিশপ্ত দিন — ৪ এপ্রিল, ১৯৬৮। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদী নেতা গুপ্ত ঘাতকের গুলিতে প্রাণহীন অবস্থায় লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

গুলিবিদ্ধ হয়েই গান্ধীজি বলেছিলেন, 'হা রাম!'

লুথার কিং বললেন, 'গড, শো দেম দ্য লাইট অফ জাস্টিস।'